খ্রীষ্টযাগের গান

আলফন্স পঙ্কজ গমেজ

আমি খুব ছোটবেলা থেকেই গীর্জায় খ্রীষ্টযাগে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে আসছি। গোল্লা ধর্মপল্লীর ছেলে হওয়াতে গোল্লায় 'সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার' গীর্জাতে সংগীত পরিবেশন করতে করতে বড় হয়েছি। সংগীতময় পারিবারিক পরিবেশ উপহার পেয়েছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মায়ের কাছ থেকে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সংগীত, নাটক ও সাহিত্য নিয়ে আড্ডা থেকে। সর্বোপরি আমি একটি সংস্কৃতিময় সামাজিক পরিবেশ পেয়েছি এবং আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের বন্ধু-বান্ধব ও সমাজের ময় মুরুব্বীদের আদর, ভালবাসা ও অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছি। যার ফলে নিজেকে আরও সম্পৃক্ত করেছি খ্রীষ্টীয় সংগীতে বিশেষ করে সার্বজনীন ধর্মীয় সংগীতে। ছোটবেলায় গীতাবলীর তৈরী গান পেয়েছি, শুনেছি এবং মন ভরে গেয়েছি। এরপর যখন নিজে সুর করতে পারলাম, তখন থেকেই একটু একটু চিন্তা করতাম যে, এই কথাটা এভাবে গাওয়া যায় বা আরেকটু ভিন্নভাবে, গভীরভাবে কিংবা আরেকটু ব্যতিক্রম ভঙ্গিমায়/ঢং-এ বা গায়কীতে গাওয়া যায়।

এভাবে বড়দিন, ইষ্টারে নতুন নতুন গান করে ও গীর্জাতে গেয়ে, মানুষের প্রশংসা পেয়ে একটা অনাবিল তৃপ্তি ও আনন্দের মধ্যদিয়ে দিন কাটতো। এরপর জীবনের অন্যতম দুর্লভ সুযোগ পেলাম সুখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ প্রয়াত শ্রদ্ধেয় সমর দাসের সান্নিধ্যে এসে বড়দিনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করে। দীর্ঘ ৯/১০ বছর শ্রদ্ধেয় সমর দাসকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। দেখতাম, তিনি কীভাবে সুর করতেন, কীভাবে আমাদের শেখাতেন, কীভাবে কম্পোজিশন করতেন। কী দখল ছিল তাঁর সঙ্গীত রাজ্যে। আমার কাছে তাঁকে মনে হত সংগীত রাজ্যে সম্রাটের মত। কী অপূর্ব ভঙ্গিমায় বড়দিনে নতুন নতুন গানের জন্ম দিতেন। তার হাত ধরেই আমার বড় সাহস হয় খ্রীষ্টীয় সংগীত সুর করার। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুই যখন সুর করবি, প্রত্যেকটা সুরের বাঁধন খুব শক্ত করবি। ঢিলা সুর করবি না। সেই সময় আমার বন্ধু শেখর-ই-গমেজ সুন্দর সুন্দর গান লিখত আর আমি সুর দিয়ে বাবলু, পল্লব ও গোল্লা ধর্মপল্লীতে ছেলে মেয়েদের নিয়ে মন দিয়ে গীর্জায় গান গাইতাম। সেই থেকেই শুরু, ধর্মীয় সংগীতকে ভাললাগা-ভালবাসা।

বাণীদীপ্তিতে অডিশন দিয়ে পাশ করে শ্রদ্ধেয় দীপক বোসকে পেলাম। শ্রদ্ধেয় দীপক বোসের কাছেও অনেক কিছু শিখলাম। তখন ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। তখনও সরাসরি রেকর্ডিং হত, সমস্ত মিউজিশিয়ানদের নিয়ে একসাথে পুরো গান গাইতে হত। তখনই আমার আরেকজনের সাথে পরিচয় হল, যিনি আমাকে গানে সুর করার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করলেন। তিনি আমার প্রিয় নিপুদা-নিপু গাঙ্গুলী। নিপুদাকে খুব আপন করে পেলাম। তিনি আমাকে হাতে ধরে ধরে সুর করা শিখিয়েছেন। নিপুদার মাধ্যমে অপুদা এবং পুরো গাঙ্গুলী পরিবারের সাথেই মিশে গেলাম। নিপুদার কাছেই আমি Test of music -এর কিছু কিছু বুঝলাম ও শিখলাম, যার জন্য নিপুদার কাছে আমি চির ঋণীই হয়ে থাকবো।

তখন থেকে গীর্জার গান নিয়ে আমার ভাবনা শুরু হলো যে, কী করে আরও সুন্দর, আরও ভাল গান উপহার দেয়া যায়। খ্রীষ্টযাগের প্রতিটি পর্যায়ে যেমন, প্রবেশগীতি কী রকম হওয়া উচিত, উৎসর্গের গান কেমন হওয়া উচিত, বিভিন্ন গীতিকারদের বলে বলে গান লিখাতাম আর সুর দিতাম এবং গীর্জায় গাইতাম। এভাবে কিছু কিছু ভাল গান জন্ম নিল যেমন, ইউজিন গমেজের কথায় 'ঐ দেখরে কান্ধে ক্রুশ লইয়া', শ্রদ্ধেয় আলেকজান্ডার রোজারিও'র কথায় 'লহ লহ প্রভু তোমারই সৃষ্টির উপহার' আমার কথা ও সুরে 'আমার জীবনে একটি রাত' বড়দিনের গান। এরকম আধুনিক সুরে হারমোনাইজ সহ গান খ্রীষ্টভক্তদের কাছে ভাল লাগলো। আমার আরেকটি গান সাঁওতালী সুরে 'হিমেল হিমেল হাওয়ায় হাওয়ায় মনে মনে গেয়ে যায়', গীর্জাতে এত ভাল লাগবে কখনও ভাবিনি। তাই, শুধু উপাসনা ভিত্তিক, প্রার্থনাময় গানই সে খ্রীষ্টযাগে ভাল লাগবে তা নয়। আমার অভিজ্ঞতায় খ্রীষ্টযাগে যখন খ্রীষ্টপ্রসাদ বিতরণ করা হয় তখন খ্রীষ্টভক্তগণ একটু আধুনিক ও গভীর দর্শন এবং দেহতত্ত্ব ও আত্মিক-তত্ত্ব ভিত্তিক গান শুনতে ভালবাসেন।

তবে একটা বিষয় আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের বাঙালী সংস্কৃতিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, খ্রীষ্টযাগে রবীন্দ্রনাথের গানের মত, অন্য কোন গানই আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি আর আনন্দতৃপ্তি জাগাতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে অন্যতম গীটার বাদক রিচার্ড কিশোর বলেছিলেন, পঙ্কজ আমার কাছে আধুনিক গান মানেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান। সত্যিই কিশোরদা, আধুনিক গান মানেই তো রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান, এর উপরে কী বাংলা গান হয়? গত বছর গীতাবলীর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করার সময় শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমার কাছে আমার সুরের গানগুলি নিয়ে ভয়ে ভয়ে কাছে যাই, কিন্তু উনি আমার সুরের গানগুলিকে এমনভাবে সমর্থন দিলেন যার ফলে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, সাহসও পেয়েছি। গীতাবলীর গানগুলি নিয়ে ভাবতে গিয়ে, আমি দেখলাম কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গীতাবলীতে গান নেই। যেমন, একজন যাজককে অভিনন্দন জানানোর গান নেই, একজন চূড়ান্ত ব্রতধারিণীকে অভিনন্দন জানানোর গান নেই, ভস্ম বুধবারের কোন নির্দিষ্ট গান নেই ও প্রভু যীশুর দীক্ষাস্নান নিয়ে কোন গান নেই। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি শ্রদ্ধেয় আলেকজাণ্ডার রোজারিও'র সাথে বসে ঐ সব বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট করে গান লিখতে অনুরোধ করি, ফলে কিছু সুন্দর সুন্দর নতুন গান জন্ম নিল। যেমন যাজকীয় অভিষেকের গান 'পুণ্য বেদীতে আসিল সেবিতে আসিল নতুন অতিথি'। চির ব্রতধারিণীকে অভিনন্দন জানানোর গান, 'আমি চির কুমারী আমি প্রভুর দাসী, আমি চির সন্ন্যাসিনী', তারপর ভস্মবুধবারের গান 'ভস্মে ও ভাই হবে নাতো কোন লাভ, যদি না জাগে অন্তরে তোমার সত্য অনুতাপ'। যীশুর পবিত্র দীক্ষাস্নান নিয়ে 'জর্ডান নদীতে পুণ্য সলিলে, লভিলেন যীশু দীক্ষাস্নান'।

শ্রদ্ধেয় ফাদার কমল কোড়াইয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও বাণীদীপ্তির প্রযোজনায় একটি বড়দিনের ক্যাসেট 'আঁধারে জ্যোতি' ও একটি ইস্টারের ক্যাসেট 'তোমার ক্রুশ আছে বলেই' তে আমি সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করলাম, তখনও দেখেছি শ্রদ্ধেয় ফাদার কমল কোড়াইয়ার আকুল ইচ্ছা ও চেষ্টা, কীভাবে নতুন ধর্মীয় গান জন্ম দেয়া যায় এবং ভাল গান যা মানুষ গ্রহণ করবেন। ধর্মীয় নতুন গানের ব্যাপারে আমি শ্রদ্ধেয় ফাদার প্রশান্ত রিবেরু'র কাছ থেকেও সম্মতি, উৎসাহ পেয়েছি অনেক। নতুন গান পরিবেশনও করেছি। কিন্তু অনেক ফাদার খ্রীষ্টযাগে নতুন গান পরিবেশন করার সম্মতি দিতে ততটা রাজি হন না। নতুনকে স্বাগত জানানো ও নতুনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই